বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে - 'কথা ফেল্লাম সবার মাঝে, যার কথা তারই বাজে'। বিশ্বভারতীর ৬৫ একর জমি জমিহাঙররা অন্যায়ভাবে কব্জা করেছে। আগের প্রশাসন সচেষ্ট ছিলেন হৃত জমি পুনরুদ্ধার করার জন্য। বর্তমান প্রশাসনও যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। কিন্তু যারা জমিহরফকারীদের সাহায্য করছেন গলা ফাটিয়ে – তাদের কি উদ্দেশ্য সেটা বোঝার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হবে না। বিশ্বভারতী কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য জমি আদায়কারীর ভূমিকা নিচ্ছে না। জমিহরফকারী যতই বিখ্যাত হোক না কেন তিনি রেহায় পাবেনা। কারণ, বিশ্বভারতীর জমি প্রাতিষ্ঠানিক জমি। তাই এই জমি কুক্ষিগত করার কারোর অধিকার নেই। আমরা এটাও দেখলাম যে স্বল্প জমি কব্জায় রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী উত্তাল হল। এবং তার স্তাবকরা এখানে উচ্চস্বরে ঘেউঘেউ করতে লাগল। নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ফায়দা পাবার জন্য। এখানে বলা প্রয়োজন যে একজন প্রাক্তনী তাঁর সব সম্পত্তি এবং জমি বিশ্বভারতীকে নিশর্তে দান করেছেন। অবাক লাগে বিশ্বভারতীকে পাথেয় করে একজন বিশ্বের দরবারে উন্নীত হলেন তিনি সামান্য জমি ছাড়তে অপারক। আর আরেকজন সবকিছু দান করে চলে গেলেন। এই দান আমাদের কাছে শিক্ষনীয় নয় কি?

নির্দ্দিষ্ট করে বিশ্বভারতী বলতে পারে যে আমরা জমি হাঙরদের রেওয়াত করব না। তাঁরা, যতই বিখ্যাত বা রাজনৈতিক আর্শীবাদ পুষ্ট হোন না কেন? আর যারা ঘেউঘেউ করছেন তাদের জন্য বলি -- আপনারা কি আপনাদের বৈষয়িক সম্পত্তি কি বিশ্বভারতীকে দান করতে পারবেন? যদি না পারেন - তবে ঘেউঘেউ বন্ধ করুণ।

সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত তাঁদের বলি -- সঠিক তথ্য দিন। আমাদের উদ্দেশ্য ৬৫ একর জমি উদ্ধার করা, কোন একজন ব্যাক্তিবিশেষকে উৎখাত করা নয়। আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে এই ধ্রুব সত্যটাকে তুলে ধরুণ। তা না হলে, আপনাদের পাঠক বিভ্রান্ত হবেন। তাতে কি গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কোন মঙ্গল হবে? বিশ্বভারতী বিশ্বমানবের গর্বের স্থান। একে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

সেটা মাথায় রেখে বিশ্বভারতী প্রশাসন অনেক শক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও নেবে। কোন বিখ্যাত মানুষের অন্যায়ভাবে জমিহরফ করার অধিকার নেই। আর যারা জমিহাঙরদের হয়ে এবং প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে উচ্চস্বরে ঘেউঘেউ করছেন -- তাদের বলি যে আগে বিশ্বভারতীর জন্য নিস্বার্থভাবে কিছু করে দেখান, তবেই আপনাদের কথা সমাজ শুনবে। শুধুমাত্র ঘেউঘেউ করলে আপনাদের যেটুকু সম্মান ছিল বা আছে বিশ্বভারতীর সাথে যুক্ত থাকার ফলে সেটুকু ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। ভেবে দেখুন কি করবেন?

মহুয়া ব্যানার্জ্জী ১১.৯.২০২৩

মহুয়া ব্যানার্জ্জী
জনসংযোগ আধিকারিক (ভারপ্রাপ্ত)
বিশ্বভারতী

প্রভারী / In-charge
जनसंम्पर्क / Public Relations
विश्वभारती / Visva-Bharati